দুঃসংবাদ, দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা!

করোনাজয়ীদের অ্যান্টিবডির আয়ু মাত্র ২ থেকে ৩ মাস। উপসর্গহীন রোগীদের ক্ষেত্রে তা আরও কম। তাই একবার করোনা হয়েছে বলে আর হবে না, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা। এমন দাবি করেছেন একদল চীনা গবেষক।

চীনের একদল গবেষক দেশটির বিভিন্ন বয়সী ৩৭ জন করোনাজয়ীর আইজিজি অ্যান্টিবডি নিয়ে গবেষণা চালান। এতে দেখা যায়, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডির স্থায়িত্ব মাত্র ২ থেকে ৩ মাস। এই সময়ের পর অ্যান্টিবডির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আর থাকছে না। ফলে, নতুন করে আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা।

গবেষকদের দাবি সার্স ও মার্সের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডির আয়ু এক বছরের বেশি ছিল। তুলনায় কোভিড-নাইনন্টিন আক্রান্তদের অ্যান্টিবডির মেয়াদ অনেক কম।

হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর ওই ৩৭ করোনাজয়ীকে আরও ৮ সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ করেন গবেষকরা। দেখা যায়, ৮১ শতাংশ উপসর্গহীন করোনা আক্রান্তের অ্যান্টিবডির প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। বিপরীতে লক্ষণযুক্ত মাত্র ৬২ শতাংশের অ্যান্টিবডির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু উপসর্গহীন রোগীর অ্যান্টিবডি কেন কম-তার ব্যাখ্যা দেননি গবেষকরা।

এদিকে, ‘ন্যাচার মেডিসিন’ জার্নালে সদ্য প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অন্য বিজ্ঞানীরা। কারণ মাত্র ৩৭ জন রোগীর আইজিজি অ্যান্টিবডি নিয়ে পরীক্ষাটি চালানো হয়। পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এ গবেষণার ফলাফল অন্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন হতেও পারে বলে মনে করেন তারা। সূত্র-যুগান্তর

করোনা নয়, মিয়ানমারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ডেঙ্গু

করোনার এই মহামারীর সময়ে মিয়ানমারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগের জানিয়েছে, ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ও আক্রান্ত করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। খবর মিয়ানমার টাইমসের।

স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যে বলা হয়েছে, মিয়ানমারে গত ১২ সপ্তাহে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। আর বছরের প্রথম পাঁচ মাসে এতে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৪৮০ জন। অন্যদিকে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মিয়ানমারে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৬ জনের; আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮৭ জনে।

স্বাস্থ্য বিভাগের ডেঙ্গু সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি ভারতের নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও অরুণাচল ঘেঁষা সাগাইং প্রদেশে। মে মাসেই সেখানে ৩০০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন, মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। মান্দালে, ইয়াঙ্গুন, মাগুই ও মোন প্রদেশেও ডেঙ্গুর উল্লেখযোগ্য প্রাদুর্ভাব রয়েছে। চলতি বর্ষায় ডেঙ্গু আরও বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মিয়ানমারের স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র উ থান নাইং সো বলেন, “পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে মশাগুলোকে ডিমপাড়ার সুযোগ না দেওয়াই ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ রোখার অন্যতম উপায়।”

সেই সঙ্গে বর্জ্য আবর্জনা ভালোভাবে পরিষ্কার করা ও পানির ধরে রাখার কন্টেইনারগুলো পরিচ্ছন্ন রাখতে জনসাধারণের প্রতি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

উ থান নাইং সো বলেন, “কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে ভালো অংশগ্রহণ পেয়েছি। ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও আমি জনসাধারণ, বিশেষজ্ঞ ও সরকারি সংগঠনগুলোর সমন্বিত অংশগ্রহণ আশা করছি। এ ক্ষেত্রে সবার অংশগ্রহণটা গুরুত্বপূর্ণ।”

মিয়ানমারে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব সেই ১৯৬৫ সাল থেকে প্রতিবছরই দেখা যায়। প্রতি বছরই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারায়, আক্রান্ত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। সূত্র-যুগান্তর

সৌদিতে করোনায় পাঁচ বাংলাদেশি চিকিৎসকের মৃত্যু

সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচ বাংলাদেশি চিকিৎসক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। একই সঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দুই চিকিৎসকের স্ত্রীও।

এছাড়া বেশ কয়েকজন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতালে। সোমবার রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মারা যাওয়া পাঁচ চিকিৎসক হলেন- ডা. মোহাম্মদ শফিউল্লাহ (রণক), ডা. আফাক হোসেন, ডা. আবদুর রহিম, ডা. মো. আনোয়ার উল হাসান ও ডা. গোলাম মোস্তফা।

সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মশিহ্ মারা যাওয়া চিকিৎসকদের স্মরণ করে বলেন, যে চিকিৎসকরা মানুষকে সাহায্য ও চিকিৎসার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তারা প্রকৃত বীর। তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯ জুন করোনা সংক্রমণে মারা যান ডা. মোহাম্মদ শফিউল্লাহ (রণক)। তিনি সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রিয়াদের কিং সালমান হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে পরামর্শক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ডা. রণক সৌদি আরবে কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রমণের শুরু থেকেই কিং সালমান হাসপাতালের দুটি করোনা ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন।

করোনায় সৌদি আরবে প্রথম চিকিৎসক হিসেবে ডা. আফাক হোসেনের মৃত্যু হয়। তিনি মদিনার স্থানীয় সাফা আল মদিনাহ্ পলি ক্লিনিকের অর্থোপেডিক সার্জন ও জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

আরেক চিকিৎসক আবদুর রহিম ১৯ মে জেদ্দায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জেদ্দার বিন লাদেন পলি ক্লিনিকে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৩ জুন ডা. আনোয়ার উল হাসান রিয়াদে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মারা যান।

তিনি রিয়াদের বাথায় বদরুদ্দিন পলি ক্লিনিকে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে ছিলেন। ১৬ জুন মদিনায় করোনা সংক্রমণে ডা. গোলাম মোস্তফা মারা যান। তিনি সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন মদিনার আগুল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রিয়াদে করোনা সংক্রমণে দুই বাংলাদেশি ডাক্তারের স্ত্রীও মারা যান। ডা. শফিকুল ইসলাম ও ডা. আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী সম্প্রতি রিয়াদে ইন্তেকাল করেন।

এছাড়া আরও বেশ কয়েকজন চিকিৎসক সৌদিআরবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাংলাদেশ দূতাবাস আক্রান্ত ডাক্তারদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত ও যেকোনো সহযোগিতার জন্য চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। সুত্র-যুগান্তর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৪৩ প্রাণ, শনাক্ত ৩৪১২

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫৪৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪১২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ১৯ হাজার হাজার ১৯৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮০ জন এবং মোট সুস্থ ৪৭ হাজার ৬৩৫ জন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৫৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ হাজার ২৯২টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৪১২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ১৯ হাজার হাজার ১৮৯ জন। শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৮ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৫৪৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮০ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৭ হাজার ৬৩৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৮ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ১৫ জন, রাজশাহীতে ৬ জন, খুলনায় ২ জন, ময়মনসিংহে ২ জন, বরিশালে ও সিলেটে একজন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

গাংনীতে করোনা উপসর্গে একজনের মৃত্যু

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে আলী শাহ নামের একজন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। সোমবার বিকালে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত আলী শাহ নওদা মুটমুড়া গ্রামের বক্কর শাহ’র ছেলে।

গাংনী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, করোনা উপসর্গ নিয়ে কুষ্টিয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়া থেকে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। লাশ গাংনীতে আসার পর স্বাস্থবিধি মেনে দাফন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

অ্যাজমা সমস্যা মাশরাফির, প্রেসক্রিপশন পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসক

বাসায় আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন করোনায় আক্রান্ত বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক ও নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজা।

আক্রান্তের পর থেকে মাশরাফি বাসায় আইসোলেশনে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বিসিবির মেডিকেল বিভাগ তার নিয়মিত খোঁজখবর রাখলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ বি এম আব্দুল্লাহর তত্ত্বাবধানেই মাশরাফির চিকিৎসা চলছে।
এ তথ্য দিয়েছেন বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরী।

এদিকে গুঞ্জন চলছে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন মাশরাফি।

এ বিষয়ে গণমাধ্যমে দেবাশিষ চৌধুরী জানিয়েছেন, মাশরাফির চিকিৎসার ব্যাপারে বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন যোগাযোগ রাখছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর আব্দুল্লাহ স্যারের মাশরাফিকে দেখভাল করছেন।

কিন্তু মাশরাফিকে হাসপাতালে নেয়া হবে এমন খবর জানা নেই বলে জানান দেবাশিষ চৌধুরী।

তবে মাশরাফিকে নিয়ে বেশ চিন্তিত বিসিবির প্রধান চিকিৎসক।

তিনি জানান, মাশরাফি অ্যাজমার রোগী। আর করোনা আক্রান্ত অ্যাজমা রোগীদেরই সবচেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ আগে থেকে এসব রোগীর ফুসফুস দুর্বল হয়ে আছে। ওর বেলায় বিশেষ চিকিৎসা দরকার। তাই ওর চিকিৎসা ব্যবস্থা আব্দুল্লাহ স্যার দেখছেন।

গতকাল রাত পর্যন্ত মাশরাফি ভালো ছিলেন জানিয়ে বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী জানিয়েছেন, মাশরাফির চিকিৎসায় প্রেসক্রিপশন পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসক আব্দুল্লাহ স্যার। যেহেতু মাশরাফি একজন সংসদ সদস্য তাই তার বিষয়টি সেভাবেই দেখা হচ্ছে।

মাশরাফির চিকিৎসক অধ্যাপক এবিএম আব্দুল্লাহ বলেছেন, হ্যাঁ, তার অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে। এখনই ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নেয়া লাগতে পারে। এখন তিনি ভালো আছেন। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে নতুন করে ৫ জন করোনা পজিটিভ

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৫ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। ২২ জুন সোমবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ২৫ টি প্রাপ্ত

রিপোর্ট এর মধ্যে ৬ টি পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে সদরে ৩ জন গাংনীতে ১ জন মুজিবনগরে ১ জন ও ১টি ফলোআপ পজিটিভ।

করেনা পজিটিভ ব্যক্তিরা হলেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের এমএলএসএস আব্দুর রশিদ, পুলিশ সদস্য সেলিম মিয়া, হামিদুল হক, গাংনীর তেরাইল গ্রামের পূর্বপাড়ার আবেদা সুলতানা, মুজিবনগরের গোপালনগর গ্রামের মামুনুর রশীদ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মেহেরপুরে নতুন করে ৬ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছে। এর মধ্যে একটি ফলোআপ। সেই সাথে আজ সোমবার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫ জনের।

মেপ্র/এমএফআর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৩৮ প্রাণ, আক্রান্ত ৩৪৮০

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫০২ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪৮০ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ১৫ হাজার হাজার ৭৮৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৬৭৮ জন এবং মোট সুস্থ ৪৬ হাজার ৭৫৫ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৬ হাজার ২৮৭টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৫৫৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৪৮০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ১৫ হাজার হাজার ৭৮৬ জন। শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৩৭ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩

জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৫০২ জন।
মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৬৭৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৬ হাজার ৭৫৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৩৮ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ২০-৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৬ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৫ জন, চট্টগ্রামে ১২ জন, রাজশাহীতে ২ জন, খুলনায় ২ জন, ময়মনসিংহে ২ জন, বরিশালে ৪ জন, সিলেটে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২৫ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

করোনার ‘হটস্পট’ ব্রাজিলে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবিতে

রাজপথে হাজারো মানুষ

কোভিড-১৯ মহামারীতে ব্রাজিলে রেকর্ড ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ১০ লক্ষাধিক মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের পর ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যেখানে মৃত্যু ৫০ হাজার ছাড়াল। দেশটিকে করোনার ‘হটস্পট’ বিবেচনা করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় দেশটির প্রেসিডেন্ট বলসেনারোর সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তার পদত্যাগ চেয়ে রাজপথে নেমেছে হাজার হাজার জনতা।
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসে এত আক্রান্ত ও মৃত্যুর ঘটনাও ব্রাজিলে সরকারবিরোধী আন্দোলন দমাতে পারেনি।
দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক এক সহযোগী এবং তার বড় ছেলে গ্রেফতার হলে জেইর বলসেনারোর পদত্যাগ চেয়ে রোববার রাজপথে নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ।
এই আন্দোলনের মূল দাবি জেইর বলসেনারোর অভিশংসন।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের অনুসারীরাও তার সমর্থনে রাজপথে নেমেছে। তাদের দাবি, কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করছে।
ব্রাজিলে শনাক্ত কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা ১০ লাখ ৮৫ হাজার ৩৮ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ৬১৭ জন বলে জানিয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
স্থানীয় সময় রোববার যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি করোনাভাইরাস রিসার্চ সেন্টারের প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা গেছে, ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে মৃতের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার ৫৯১ জনে। আর আক্রান্ত হয়েছেন ১০ লাখ ৮৩ হাজারের বেশি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশটিতে আক্রান্ত ও মৃতের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। কারণ দেশটিতে সীমিত আকারে করোনা টেস্ট করা হচ্ছে।
লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশটিতে প্রায় প্রতিদিন এক হাজারের বেশি মৃত্যুর তথ্য নথিভুক্ত হয়, কিন্তু সপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে সংখ্যাটি কিছুটা কমে যায়।
২৬ ফেব্রুয়ারি ব্রাজিলে প্রথম নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছিল। তারপর ৪ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে শুক্রবার আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ পার হয়।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় তিনি যথাযথ পদক্ষেপ নেননি এবং বিষয়টিকে গুরুত্বই দেননি।
করোনাভাইরাস সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থতার জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছেন। তিনি শুরু থেকেই করোনাভাইরাসকে গুরুত্ব না দেয়ার পক্ষে অবস্থান নেন। এমনকি এত সংক্রমণের মধ্যেও দেশটিতে লকডাউন দেয়ার বিপক্ষে তার অবস্থান। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরপর দুজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এরপর থেকে দেশটি এখনও স্থায়ী স্বাস্থ্যমন্ত্রী পায়নি।

সার্বিক পরিস্থিতিতে করোনার হটস্পট এই দেশটির বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। করোনা সংক্রমণের পিক (সর্বোচ্চ পর্যায়) থেকে ব্রাজিল এখনও কয়েক সপ্তাহ দূরে আছে বলে সতর্কতা জানিয়েছেন তারা। অর্থাৎ, আগামীতে এখানে করোনা আরও ভয়াবহ তাণ্ডব চালাতে পারে।

ব্রাজিলে অধিক হারে করোনা সংক্রমণের জন্য দেশটির অস্থির রাজনীতিকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশে যখন করোনার সংক্রমণ তখনও বিভিন্ন সময় সমর্থকদের নিয়ে জমায়েত করেছেন বলসোনারো। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে বিরোধী পক্ষ। রোববারও বলসোনারোর বিরোধীরা রাজপথে নামেন। সার্বিক এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই ব্রাজিলে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর মিছিল।

এদিকে রোববার পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০ লাখ। এছাড়া এ পর্যন্ত এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৪ লাখ ৭০ হাজার মানুষের। সূত্র-যুগান্তর

বিশ্বে একদিনে সর্বোচ্চ

করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ড

মহামারী করোনাভাইরাসের দাপটে বিশ্ববাসী আজ কোনঠাসা। ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে দাপট দেখাচ্ছে এই মারণব্যাধি। রোববারই ১ লাখ ৮৩ হাজার ২০ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মহামারী শুরু হওয়ার পর গত ২৪ ঘণ্টায় এটাই সর্বোচ্চ শনাক্তের ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এই তথ্য জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, এদিন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই শনাক্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার। এর মধ্যে ব্রাজিলেই রোববার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি।

এর আগে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ শনাক্ত ছিল ১৮ জুন, ১ লাখ ৮১ হাজার ২৩২ জন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, করোনায় আক্রান্ত শনাক্তের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সেখানে একদিনে ৫৪ হাজার ৭৭১ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। এরপরই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে ৩৬ হাজার ৬১৭ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, সোমবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা পর্যন্ত করোনাভাইরাসে বিশ্বে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। মারা গেছেন ৪ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি।

তবে বিশ্বে করোনাভাইরাসে প্রকৃত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
আর করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের হিসেব রাখা আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ওয়াল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, সোমাবার বেলা পৌনে ১ টা পর্যেন্ত বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ লাখ ৫২ হাজার ৫৯৮ জন। আর মারা গেছেন ৪ লাখ ৭০ হাজার ৮৪৪ জন। সুস্থ হয়েছেন ৪৮ লাখ ৪২ হাজার ৩০৬ জন।

করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা প্রতিবেশী দেশ ভারতে হু হু করে বেড়েই চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মৃত ১ লাখ ২০ হাজারের সীমা পার করেছে বহু আগেই।
ব্রাজিল, রাশিয়া ও ভারতে যেমন আক্রান্ত বেড়ে চলেছে, ঠিক সেভাবেই দক্ষিণ আমেরিকার দেশ মেক্সিকোয় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম দেখা দেওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সুত্র-যুগান্তর